****সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার জন্য, যিনি ইরশাদ করেছেন-

**وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ‎﴿١٥٥﴾‏ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ‎﴿١٥٦﴾‏**

**অর্থ:** “আর অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো”। (সূরা বাকারাহ ২: 155-১৫৬)

রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের রাসুলে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যিনি অত্যন্ত সান্ত্বনাদায়ক নববী ভাষ্যে এই উম্মাহর হৃদয় শীতল করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন-

“আল্লাহর রাস্তায় জীবন দেয়া (শহীদ হওয়া) ছাড়াও সাত ধরনের শাহাদাত রয়েছে:

(১) মহামারীতে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ;

(২) পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ;

(৩) পক্ষাঘাতে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ;

(৪) পেটের রোগের কারণে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ;

(৫) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ;

(৬) ছাদ অথবা দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ এবং

(৭) যে মহিলা গর্ভাবস্থায় মারা যাবে, সেও শহীদ।” (আবু দাঊদ ৩১১১, নাসায়ী ১৮৪৬)

**হে আল্লাহ!** আমরা আপনার রাস্তায় এবং আপনার রাসুলের ভূমিতে শাহাদাত কামনা করছি।

হে মুসলিম উম্মাহ!

ইসলামের তরে হে প্রিয় ভাইয়েরা!!

তুরস্ক ও সিরিয়াতে বসবাসকারী হে মুসলিম ভাইয়েরা!!!

**আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।**

ইসলামী ভূখণ্ডগুলোতে ভয়াবহ যে ভূমিকম্পের কারণে আপনাদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়েছে, তার জন্য আমরা অত্যন্ত ব্যথিত, মর্মাহত এবং শোকার্ত। যন্ত্রণায় আমরা ছটফট করছি। নোনা জলে আমাদের চক্ষু ভিজে যাচ্ছে। আহত ও শহীদ ভাই-বোনদের জন্য বেদনায় আমাদের অন্তর ফেটে যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ আহত নিহত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার কাছে আমাদের দুয়া, তিনি যেন আহত সকলকে দ্রুত পূর্ণ সুস্থতা দান করেন। ভূমিকম্পে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা যেন পুনরায় তাদের প্রিয়জনদের সাথে মিলিত করেন! শহীদদের শাহাদাত যেন আল্লাহ কবুল করেন এবং তাদেরকে অতি উচ্চ মাকাম দান করেন!! তাদেরকে যেন সাহাবা, আম্বিয়া ও রাসুলদের সান্নিধ্যের সৌরভ দান করেন—যেমনটা কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে –

**وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ‎﴿٦٩﴾**

**অর্থ:** “আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম”। (সূরা নিসা ৪:৬৯)

তুরস্ক ও সিরিয়ার হে সম্মানিত ভাইয়েরা!

যে বিপদ আপনাদের উপর এসেছে তা আপনাদের জন্য এবং গোটা উম্মাহর জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। এটা আপনাদের ধৈর্যের পরীক্ষা, আপনাদের ঈমানের পরীক্ষা। তাই আমরা এবং গোটা মুসলিম উম্মাহ তওবা এবং আল্লাহর দরবারে একনিষ্ঠভাবে ফিরে এসে মস্তক অবনত করার মাধ্যমে যেন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি সেটাই এখন করণীয়।

**أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ‎﴿٦٢﴾‏**

**অর্থ:** “বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করো”। (সূরা আন-নামল ২৭: ৬২)

এ সময় আমাদেরকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস স্মরণ রাখা উচিত—

**‏** **إنَّ عِظمَ الجزاءِ مع عِظمِ البلاءِ ، وإنَّ اللهَ إذا أحبَّ قومًا ابتَلاهم ، فمَن رَضي فله الرِّضَى ، ومَن سخِط فله السَّخطُ**

অর্থ: “বড় পরীক্ষার বড় প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষা নেন। ফলে তাতে যে সন্তুষ্ট (ধৈর্য) প্রকাশ করবে, তার জন্য (আল্লাহর) সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে (আল্লাহর পরীক্ষায়) অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।” (মুসলিম ২৩৯৬, ইবনু মাজাহ ৪০৩১)

**যে বিষয়টা আমাদেরকে আরও বেশি কষ্ট দিচ্ছে তা হল:** সিরিয়াতে আমাদের মুসলিম ভাইদের সঙ্গে এই দুর্যোগের শুরুর দিকের সবচেয়ে ভয়াবহ পর্যায় থেকেই দায়িত্বহীন আচরণ করা হচ্ছে। না তাদের কাছে কোন সাহায্য পৌঁছাচ্ছে, আর না কোন উদ্ধারকারী টিম তাদের কাছে যাচ্ছে। হাজার হাজার মণ ওজনের মাটি ও পাথরের নিচে চাপা পড়া প্রিয়জনদেরকে উদ্ধার করার জন্য নিরুপায় লোকগুলোর কাছে নিজেদের দুর্বল হাতের নখ ছাড়া আর কি রয়েছে? এইসব কিছুর পর তাদেরকে এভাবে সাহায্য সামগ্রী ও সরঞ্জামাদি বিহীন অবস্থায় ক্ষুধা ও শীতের প্রকোপে ছটফট করে মরতে দেয়া কেমন ইনসাফ আর ন্যায়বিচার?

আমাদের উচিত, তাদের সাহায্যের জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিজেদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী দান সাদাকা করা। তাহলে আশা করা যায়- আল্লাহ তার বিশেষ রহমত আমাদেরকে দান করবেন, তিনি আপন দয়ায় সবকিছু সহজ করে দেবেন এবং আমাদের বিপর্যস্ত ভাইদের ব্যাপারে আমাদের যে ত্রুটি হয়ে গিয়েছে তা ক্ষমা করবেন। আল্লাহ চাইলে আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দিতে পারেন—

**إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ‎﴿٣٧﴾‏**

**অর্থ:** “নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু”। (সূরা বাকারাহ ২: ৩৭)

যদি ঈমানী দূরদর্শিতা দিয়ে দেখা হয়, তাহলে এই ভূমিকম্প ও পার্থিব মুসিবত আমাদেরকে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছে। যেন আমরা রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করি এবং নিজেদের গুনাহের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি—

**وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ‎﴿٥٩﴾**

**অর্থ:** “আমি শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শনের জন্যই (সতর্ক করে দেয়ার জন্যই) আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহ পাঠিয়ে থাকি”। (সূরা আল- ইসরা ১৭:৫৯)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যখন প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হত, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক চেহারায় চিন্তার ছাপ এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠত যে, না জানি কেয়ামত দিবসের ভয়াবহতা আরম্ভ হয়ে গেল!!

এমনিভাবে যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন সাইয়েদুনা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জীবনের শেষ সময় ভূমিকম্পের আধিক্যের ব্যাপারে বলছিলেন, তখন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী আমাদের সম্মানিতা আম্মাজান জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ‘হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাদের মাঝে পুণ্যবান ও নেককার লোক থাকাবস্থায়ও কি আমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে’? তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘হ্যাঁ, যখন অন্যায় ও পাপাচার প্রকাশ্যে হতে থাকবে’।

এমনিভাবে ইমাম ইবনে দুনিয়া একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু’র বুঝ, দর্শন ও দূরদর্শিতা আমাদের সামনে তুলে ধরে। ঘটনাটি হলো: যখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু’র যুগে মদিনায় ভূমিকম্প হয়, তখন তিনি লোকদেরকে ওয়াজ ও উপদেশ প্রদান করে একটি ভাষণ দেন এবং বলেন, “হে লোক সকল! এই ভূমিকম্প অন্য কোনো কারণে আসেনি বরং তোমরা কোন নব উদ্ভাবিত বিষয় ঘটিয়েছো বলেই এই ভূমিকম্প হয়েছে। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আবার প্রাণ! যদি দ্বিতীয়বার এই ভূমিকম্প হয়, তাহলে তোমাদের সঙ্গে কখনো আমি এখানে থাকবো না”।

এই বর্ণনা ও সাহাবী-উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, এ ভূমিকম্প আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সতর্কবার্তা। এর কারণ হলো- মানুষের মাঝে কোন বিদআতের ব্যাপকতা এবং গুনাহের ছড়াছড়ি। এমনিভাবে যখন ভূমিকম্পে কুফা নগরী কেঁপে উঠল, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “তোমাদের রব চাচ্ছেন যেন তোমরা তাঁকে সন্তুষ্ট করো। অতএব, তোমরা তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট হও”।

একইভাবে আমরা এই উম্মাহর বুঝমান ব্যক্তিদেরকে বলতে চাই, তারা যেন উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর আহাম্মক শাসকবর্গের হাতে লাগাম পরিয়ে দেন। এরা যেন মুসলিমদের সম্পদকে দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং মুসলিম সমাজে বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা ও অন্যায় কাজের দরজা খুলে দেয়ার পেছনে নষ্ট করতে না পারে। এই অর্থ-সম্পদকে মুসলিম এবং নিপীড়িত মানবতার সহায়তায় যেন ব্যয় করে। যদি আমরা এই কাজ না করি, তাহলে আল্লাহর কসম এই ভয় রয়েছে যে, আমাদের উপর আল্লাহর গজব অবতীর্ণ হবে, আর আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব! আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আর তিনি কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী।

**আমরা সর্বপ্রথম নিজেদেরকে এবং এরপর মুসলিম উম্মাহকে এই নসিহা পেশ করতে চাই -** আমাদের উচিত, পুরোপুরি খুশু খুজু সহকারে আল্লাহর দরবারে বিগলিত হৃদয়ে ক্রন্দন করা এবং তাঁর সন্তুষ্টিমূলক কাজে অংশগ্রহণে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা। তুরস্ক ও সিরিয়ার ভূমিকম্পে আঘাতপ্রাপ্ত ভাইদের সাহায্য ও সহযোগিতার কাজে নিরলসভাবে কাজ করে আল্লাহকে আমাদের সন্তুষ্ট করা উচিত। পানাহার সামগ্রী, ওষুধপত্র ও পোশাক-আশাক ইত্যাদি যেন আমরা সরবরাহ করি। এমনিভাবে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া লোকদের উদ্ধারের কাজেও যেন আমরা পুরোপুরি অংশগ্রহণ করি। এক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে সিরিয়াবাসীর ব্যাপারে জোর দিবো। কারণ ভূমিকম্পে সৃষ্ট ধ্বংসস্তূপের আগে যুদ্ধ, অবরোধ, খুন-খারাবি ও প্রচণ্ড শীতের মত অনেক বিপদের পাহাড় দীর্ঘকাল ধরে তাদের উপর পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

সমস্ত মুসলিমদের দায়িত্ব হচ্ছে - সম্ভাব্য সকল উপায়ে উত্তর সিরিয়ার নিপীড়িত ও অবরুদ্ধ জনসাধারণের কাছে সাহায্য সহায়তা পৌঁছানোর কাজে গুরুত্বের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করা। অনেক সময় এক দিরহাম আল্লাহর জন্য দান করার সওয়াব হাজার দিনার সদকা করার সওয়াব বরাবর এবং তার চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় একটি চাদরই হাজার সংখ্যক কাপড়ের স্তূপের চেয়ে অধিক ভারী হয়ে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

**مَثَلُ المُؤْمِنينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهمْ وَتَعَاطُفِهمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى**

**অর্থ:** “মুমিনদের একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মত। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়”। (বুখারী ৬০১১, মুসলিম ২৫৮৬)

এমনিভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

**الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.**

**অর্থ:** “আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শনকারীদের প্রতি আল্লাহ রহমানুর রহীম অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষণ করেন। সুতরাং তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আকাশের মালিক তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন।” (আবু দাউদ ৪৯৪১, তিরমিযী ১৯২৪, আহমাদ ৬৪৯৪)

**হে আল্লাহ!** আমরা আপনার মজলুম বান্দাদেরকে আপনার আমানতে সোপর্দ করছি। আপনি ছাড়া সাহায্যকারী আর কেউ নেই। আমরা শুধুমাত্র আপনার কাছেই প্রার্থনা করছি, যেন আপনি সিরিয়া ও তুরস্কের আঘাতপ্রাপ্ত সকলের জন্য পরিস্থিতিকে সহজ করে দেন!

**হে আল্লাহ!** এ বিপদে আপনি তাদের সান্ত্বনা হয়ে যান। তাদের বেদনা বিদূরিত করুন। তাদের শহীদদেরকে কবুল করে নিন।

**হে আল্লাহ!** যেভাবে আপনি তাদের উপর বিপদ আপদ অবতীর্ণ করেছেন সেভাবেই আপনি নিজের বিশেষ রহমত ও দয়ার দ্বারা তাদেরকে এই বিপদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ধৈর্য, স্থিরতা ও স্থিতিশীলতা দান করুন এবং আপন নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষণ করুন!

**হে আল্লাহ!** এই মানব লাশ আর প্রবাহিত রক্তের অভিভাবক - আপনি ছাড়া আর কে আছেন? আপনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই; আপনি পবিত্র, মহান। আমরা তো সীমালংঘনকারী।

**وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.** ‎

 

**রজব, ১৪৪৪ হিজরী**

**ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ ইংরেজী**